প্রথম আলো

তারিখ 28 FEB 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পঞ্চগড়ে মাধ্যমিকের বিপুল শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে

পঞ্চগড় প্রতিনিধি ●

পঞ্চগড় জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো থেকে প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রের দ্বিগুণ। উপবৃত্তি দিয়েও ছাত্রীদের ধরে রাখা যায়নি।

অভিভাবকের দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা, অসচেতনতা, বাল্যবিয়ে, ব্যবস্থাপনা কমিটি ও সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব, শিক্ষা উপকরণের মূল্য বৃদ্ধি, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে দুর্বল মেধা নিয়ে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া, দক্ষ শিক্ষক ও মানসম্মত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অভাবে শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ছে। শিক্ষক, অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাসংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে এসব কারণ জানা গেছে।

জেলা শিক্ষা কার্যালয় থেকে পাওয়া তথ্যে জানা গেছে, ২০০৬ সালে জেলার ২৯২টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ৮২টি মাদ্রাসায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১৫ হাজার ৯৩০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়। এর মধ্যে ছাত্র ছয় হাজার ৮০০ জন এবং ছাত্রী নয় হাজার ১৪৩ জন। ২০০৮ সালে অষ্টম শ্রেণীতে দেখা যায়, শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমে ১১ হাজার ৪৬২ জনে দাঁড়িয়েছে। অর্থাৎ ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণী থেকে চার হাজার ৪৮১ জন শিক্ষার্থী ঝরে পড়েছে।

বোদা পাইলট উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. আমির হোসেন জানান, দারিদ্র্যের কারণে অনেক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক স্তর থেকে ঝরে পড়ছে। অনেক অভিভাবক মেয়েদের বাল্যবিয়ে দিচ্ছে।

পঞ্চগড় নূর আলা নূর মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আব্দুর রহমান বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো থেকে মানসম্পন্ন শিক্ষার্থী আসছে না।

ভজনপুর উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. কফিল উদ্দিন বলেন, অভিভাবকের দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অসচেতনতার কারণে শিক্ষার্থীরা ঝরে পড়ছে। অনেক অভিভাবক সন্তানকে স্কুলে না পাঠিয়ে অর্থ উপার্জনের জন্য কাজে পাঠায়।

বোদা উপজেলার ডাঙ্গাপাড়া গ্রামের দিনমজুর রশিদুল ইসলাম সপ্তম শ্রেণীতে পড়ুয়া মেয়েকে বিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'হামার ছুয়া বড় হইছে। পড়ালেখা করিলে দুর্নাম হবে। পড়া বাদ দিয়ে বিহা দিছি। তা ছাড়া পড়ালেখা করিলে অত টাকা পাম কোনঠে।'

জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আকতারুজ্জামান বলেন, মানসম্পন্ন ছাত্রছাত্রী ও দক্ষ শিক্ষক, বিদ্যালয়ের পরিবেশ, অভিভাবকের দারিদ্র্য ও অসচেতনতার কারণে প্রতিবছর বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ছে। তবে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে।